ঝিনাইদহে দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৮

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসন্ধি ইউনিয়নের দহকোলা গ্রামে ধানের জমির পানি এক জমি থেকে অন্য জমিতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ৮ জন আহত হয়েছেন।

সোমবার (১১মে) সকালে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, দহকোলা গ্রামে আলিমদ্দি ও জাহিদ বিশ্বাসের নেতৃত্বে পৃথক দুটি সামাজিক দল রয়েছে। গত শুক্রবার জাহিদ বিশ্বাসের সমর্থক সঞ্জয়ের ধানের জমির পানি আলিমউদ্দিন সমর্থক রবেন মণ্ডলের জমিতে প্রবেশ করলে এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি হয়।

এ ঘটনার জেরে শনিবার সন্ধ্যায় সঞ্জয়কে মারধরের অভিযোগ ওঠে প্রতিপক্ষের লোকজনের বিরুদ্ধে। এরপর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার সকালে পূর্ব বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ৮ জন আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। ঘটনার পর এলাকায় অতিরিক্ত উত্তেজনা দেখা দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার এসআই আবুল বাসার জানান, জমির পানি অন্য জমিতে যাওয়া নিয়ে পূর্ব বিরোধের জেরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে টেকসই নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য উৎপাদন বিষয়ক কর্মশালা

ঝিনাইদহে উত্তম কৃষি চর্চায় টেকসই নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য উৎপাদন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে শহরের একটি মিলনায়তনে এ কর্মশালার আয়োজন করে ব্র্যাক সীড এন্ড এগ্রো এন্টারপ্রাইজ।

ব্র্যাকের জেলা অ-অর্ডিনেটর শিপ্রা বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো.কামরুজ্জামান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নুর-এ নবী, ব্র্যাক সীড এন্ড এগ্রো’র পিএম নাজমুল হক, আরএসএম কামরুল হাসান, আকতারুল ইসলাম।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে সিনিয়র টিএসও আল-আমিন, জাকির হোসেন, রইজুল ইসলামসহ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দিনব্যাপী এই কর্মশালায় ঝিনাইদহের বিভিন্ন উপজেলার ৮০ বীজ ব্যবসায়ীরা অংশ নেন। কর্মশালায় বক্তারা, উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের কৃষিপণ্য উৎপাদন সম্ভব।

কৃষককে নিরাপদ ও গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরিবেশ এবং সামাজিক সুরক্ষার বিষয় গুরুত্ব প্রদাণ করতে নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

মানুষের নিষ্ঠুরতায় নিভে

যাচ্ছে আমিনুলের স্বপ্ন

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার উমেদপুর ইউনিয়নের লক্ষণদিয়া গ্রাম। প্রকৃতির সবুজে ঘেরা এক শান্ত জনপদ। চারদিকে গাছপালা থাকলেও এই গ্রামের একজন মানুষ দেখেছিলেন ভিন্ন এক স্বপ্ন। তিনি চেয়েছিলেন,শুধু সবুজ নয়-সবুজের বুক চিরে ফুটে উঠুক কৃষ্ণচূড়ার উজ্জ্বল লাল, যেন পুরো গ্রাম একদিন রূপ নেয় এক অনন্য নান্দনিকতায়। স্বপ্নবাজ সেই মানুষটির নাম আমিনুল ইসলাম। ছোটবেলা থেকেই গাছের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল তার। সেই ভালোবাসা থেকেই শুরু হয় এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। নিজের ব্যক্তিগত অর্থ, সময় ও শ্রম দিয়ে বছরের পর বছর ধরে গ্রামের বিভিন্ন রাস্তার ধারে,খোলা জায়গায়,শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে লাগাতে থাকেন কৃষ্ণচূড়ার চারা। লক্ষ্য একটাই-লক্ষণদিয়াকে ‘কৃষ্ণচূড়ার গ্রাম’ হিসেবে পরিচিত করা। তিনি বিশ্বাস করতেন,কয়েক বছর পর গাছগুলো বড় হয়ে যখন ফুলে ভরে উঠবে,তখন লাল রঙে ঢেকে যাবে গ্রামের পথঘাট। সেই সৌন্দর্য দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসবে মানুষ। সেই স্বপ্ন নিয়ে গ্রামের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ১ হাজার কৃষ্ণচুড়া গাছ লাগান তিনি। যত্নে বড় করতে থাকেন। কিন্তু কিছুদিন যেতেই শুরু হয় দুর্বৃত্তদের নির্যাতন। গাছের গোড়ায় দেওয়া হয় বিষাক্ত কেমিকেল। ফলে ধীরে ধীরে মরতে থাকে গাছগুলো। ফলে প্রায় হাজারো গাছের মধ্যে টিকে আছে মাত্র ৫০টির মত গাছ। যা এলাকায় সৌন্দর্য ছড়াচ্ছে।

স্থানীয়রা বলছেন,গ্রীষ্ম এলেই সেই গাছগুলোতে ফুটে ওঠে আগুনরাঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল। লাল ফুলে সেজে ওঠা গ্রামের পথ মুগ্ধ করে পথচারী ও দর্শনার্থীদের। প্রতিদিনই আশপাশের এলাকা ছাড়াও দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসছেন এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে। অনেকেই ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছেন গ্রামের এই অনন্য দৃশ্য।

স্থানীয় বাসিন্দা জানান, গাছ লাগানোর সময় অনেকেই সহযোগিতা করলেও পরে সেই আগ্রহ আর দেখা যায়নি। কেউ কেউ গাছের ডাল ভেঙেছে, কেউ অবহেলায় নষ্ট করেছে,আবার কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি করেছে। ফলে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেছে সেই উদ্যোগের বড় একটি অংশ।

ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রকৃতিপ্রেমী আমিনুল ইসলাম বলেন,‘অনেক কষ্ট করে,নিজের টাকায় গাছগুলো লাগিয়েছিলাম। যত্নে বড় করেছি। কিন্তু কিছু মানুষ গাছের গোড়ায় বিষ দিয়ে একে একে মেরে ফেলেছে। এটা শুধু গাছ ধ্বংস নয়,একটা স্বপ্ন ধ্বংস। যদি গাছগুলো বেঁচে থাকত,তাহলে

আমাদের গ্রামটা আজ অনেক সুন্দর হতো। দেশের মানুষ এই গ্রামকে চিনত ‘কৃষ্ণচূড়ার গ্রাম’ হিসেবে।’

পরিবেশ সচেতন ব্যক্তি সুজন বিপ্লব বলেন,‘একজন মানুষের একক উদ্যোগে এমন একটি পরিবেশবান্ধব ও নান্দনিক প্রকল্প গড়ে উঠেছিল,যা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা গেলে এটি হতে পারত একটি মডেল গ্রাম। এটি শুধু পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখত না,বরং গ্রামীণ পর্যটনেরও একটি সম্ভাবনা তৈরি করত।

তিনি মনে করেন,স্থানীয় প্রশাসন,জনপ্রতিনিধি ও সচেতন মহল যদি শুরু থেকেই এই উদ্যোগকে গুরুত্ব দিত,তাহলে হয়তো এতগুলো গাছ নষ্ট হতো না। এখনো বাকি যে গাছগুলো রয়েছে,সেগুলো রক্ষায় প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ ও নজরদারি।’

এদিকে কৃষ্ণচূড়া গাছ রক্ষার আশ্বাস দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান। তিনি বলেন,আমিনুল ইসলাম এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

লক্ষণদিয়ার পথে দাঁড়িয়ে থাকা অল্প কয়েকটি কৃষ্ণচূড়া গাছ আজও লাল হয়ে ফুটে ওঠে-কিন্তু সেই লালের মাঝে মিশে আছে হারিয়ে যাওয়া হাজারো স্বপ্নের কষ্ট। তবুও আশাবাদী আমিনুল ইসলাম। তিনি চান,নতুন করে আবার গাছ লাগাতে,আবারও স্বপ্ন দেখতে। কারণ,তার বিশ্বাস-একদিন হয়তো আবারও লাল হয়ে ফুটবে পুরো গ্রাম,আর লক্ষণদিয়া ফিরে পাবে তার পরিচয় ‘কৃষ্ণচূড়ার গ্রাম’।

প্রসঙ্গত,শুধু কৃষ্ণচূড়া নয়,আমিনুল ইসলামের ভালোবাসা ছড়িয়ে আছে সব ধরনের গাছের প্রতিই। নিজের বাড়িতে মা আখতার বানুর নামে একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন তিনি। সেই কেন্দ্রের চারপাশ সাজিয়েছেন বিভিন্ন ফলজ,বনজ ও ঔষধি গাছে। গাছপালায় ঘেরা এই বাড়িটিই এখন এলাকায় পরিচিত ‘গাছ বাড়ি’ নামে।

ঝিনাইদহে সূর্যোদয় নাট্য গোষ্ঠীর নতুন কমিটি গঠন

ঝিনাইদহে সূর্যোদয় নাট্য গোষ্ঠীর নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। দুই বছর মেয়াদী এই পরিচালনা কমিটিতে মোঃ হায়দার আলীকে সভাপতি এবং বিশিষ্ট কৌতুক অভিনেতা হুমায়ন কবিরি টুকুকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে।

শনিবার (৯ মে) রাতে শহরের পাগলাকানাই প্রোফেসর কমিউনিটি সেন্টারে এই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আহবায়ক কমিটির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে সকলের সম্মতিক্রমে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্যান্য পদে নির্বাচিতরা হলেন সহ-সভাপতি ড.তপন কুমার গাঙ্গুলী, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল ইসলাম ফিরোজ, সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মোহাম্মদ আলী পিকু, কোষাধ্যক্ষ প্রদীপ পালিত, দপ্তর সম্পাদক কাজল চট্টোপাধ্যায়, তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সম্প্রিতী নন্দী। এছাড়া নির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ সেলিম রেজা, খলিলুর রহমান মফিজ,মোঃ টিপু সুলতান, অশোক কর্মকার ও মামুনুর রহমান তুরান। এই ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি আগামী দুই বছর যাবৎ সংগঠনটির দায়িত্ব পালন করবেন।

ঝিনাইদহের মার্কেটগুলোতে পর্যাপ্ত টয়লেট সুবিধা না থাকায় ক্রেতারা ভোগান্তিতে

ঝিনাইদহ শহরের বিভিন্ন বিপনী বিতান, পোশাকের দোকান ও শপিং সেন্টারে পর্যাপ্ত টয়লেট বা ওয়াশরুম না থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়ছেন ক্রেতারা। বিশেষ করে নারী, শিশু ও বয়স্কদের জন্য এই সমস্যা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। শহরের ব্যস্ত মার্কেটগুলোতে ঘণ্টার পর

ঘণ্টা কেনাকাটা করলেও ব্যবহারযোগ্য কোনো পাবলিক টয়লেট বা ওয়াশরুম না থাকায় বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে সাধারণ ক্রেতাদের।

শহরের পায়রা চত্বরের ১০ তলা, বঙ্গবাজার, পিপিলিকা মার্কেট, মুন্সী মার্কেট, কেপি বসু সড়কসহ বিভিন্ন মার্কেট ঘুরে দেখা গেছে, অধিকাংশ বিপণিবিতানে নেই কোনো নির্দিষ্ট টয়লেট ব্যবস্থা। কোথাও কোথাও দোকান মালিকদের ব্যক্তিগত টয়লেট থাকলেও তা সাধারণ ক্রেতাদের জন্য উন্মুক্ত নয়।

শৈলকুপা থেকে কেনাকাটা করতে আসা গৃহিণী রোজিনা খাতুন বলেন, মার্কেটে এসে অনেক সময় দুই-তিন ঘণ্টা থাকতে হয়। কিন্তু জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহার করার মতো কোনো ওয়াশরুম পাওয়া যায় না। নারীদের জন্য এটা খুবই কষ্টকর ও বিব্রতকর।

কলেজছাত্রী তানজিলা ইসলাম বলেন, বন্ধুদের সঙ্গে শপিং করতে এসে সবচেয়ে বড় সমস্যায় পড়তে হয় ওয়াশরুম নিয়ে। অনেক সময় বাধ্য হয়ে বাসায় ফিরে যেতে হয়।

শহরের ব্যবসায়ী আব্দুল কাদের জানান, বর্তমানে মার্কেটগুলো আধুনিক হচ্ছে, কিন্তু মৌলিক নাগরিক সুবিধার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে না। একটি বড় মার্কেটে অন্তত নারী-পুরুষের জন্য আলাদা টয়লেট থাকা উচিত।

ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবরে সভাপতি আসিফ ইকবাল মাখন বলেন, শহরের বেশিরভাগ মার্কেট অনেক আগে নির্মাণ করা। সেসময় কোন মালিক এই বিষয় ভাবেনি। নতুন করে যেসব মার্কেট তৈরী করা হচ্ছে সেসব মার্কেটগুলোতে টয়লেট করা জরুরী। এছাড়াও পৌরসভার পক্ষ থেকে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করলে সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে বলে আমি মনে করি।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ পৌরসভার প্রশাসক রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন, বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। শহরের বিভিন্ন মার্কেট ও বিপণিবিতানে জনসাধারণের জন্য পর্যাপ্ত টয়লেট সুবিধা নিশ্চিত করতে আমরা ব্যবসায়ী সমিতি ও মার্কেট মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করবো। নতুন মার্কেট নির্মাণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত ওয়াশরুম বাধ্যতামূলক করার বিষয়েও উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মহেশপুরে ধর্ষণ চেষ্টা মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

ঝিনাইহের মহেশপুরে গৃহবধূকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সাজ্জুাল ইসলাম সাজ্জা (৬০) নামে এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শনিবার দুপুরে মহেশপুর উপজেলার খালিশপুর বাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

‎গ্রেফতারকৃত সাজ্জুাল ইসলাম সাজ্জা মহেশপুর উপজেলার সুন্দরপুর গ্রামের মৃত মহিউদ্দিন সরারের ছেলে এবং মহেশপুর উপজেলা আওয়ামী সভাপতি।

‎‎মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, রাজনৈতিক পরিচয়ের সুবো গত ৫ মে সাজ্জুাল ইসলাম খালিশপুর গোহাটার পাশে এক ভাড়া বাসায় একজনকে খুঁজতে যায়।

সেখানে গিয়ে গৃহবধকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। ওই সময় গৃহবধর স্বামী সাজ্জুাল ইসলামকে আসামি করে মহেশপুর থানায় ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মামলা করেন।

‎এ বিষয়ে মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেী হাসান বলেন, সাজ্জুাল ইসলাম সাজ্জা সোনালী ব্যাংকের দুই লাখ টাকার একটি চেক দিয়ে ধর্ষণচেষ্টার ঘটনাটি ধামাচাপা েওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিষয়টি এলাকায় ব্যাপকভাবে জানাজানি হয়ে পড়ে। মামলা হওয়ার পরে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে দুর্ঘটনায় ঝিনাইদহের দুই যুবক নিহত

ঝিনাইদহ থেকে কক্সবাজার বেড়াতে গিয়ে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে দুর্ঘটনায় ঝিনাইদহের দুই যুবক নিহত হয়েছে এছাড়া আরও দুইজনের অবস্থা আশঙ্কা জনক। তাদেরকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার (৯মে) সকাল ১১টার দিকে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় যাত্রীবাহী মারসা পরিবহণের দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দূর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে রয়েছে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বাজারগোপালপুর গ্রামের চাঁদ আলী বকসের ছেলে নাইমুর রহমান জিহাদ
(২১) ও একই উপজেলার পোতাহাটী গ্রামের আনোয়ার হোসেনের একমাত্র ছিলে নাঈম (২২)।

নিহত’র খবর নিশ্চিত করে সদর উপজেলার মধুহাটী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন শনিবার বিকালে জানান, জিহাদ ও নাঈমসহ তারা ৮ জনের একটি গ্রুপ ঘুরতে কক্সবাজারে যায়। তাদের বহনকৃত যাত্রীবাহী বাসটি শনিবার (৯ মে) বেলা ১১টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি ইউনিয়নের হোটেল ফোর সিজনের সামনে পৌছালে দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় তাদের আরো ৪ বন্ধু গুরুতর আহত হন বলেও ইউপি চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন জানান। নাঈম ছিল সদা হাস্যউজ্জল এক যুবক। তার আকস্মিক মৃত্যুতে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিশেষ করে নাঈম তার পিতার একমাত্র ছেলে ছিলেন। সদর উপজেলার বাজারগোপালপুর গ্রামের মহিদুল ইসলাম জানান, যুবক নাইমুর রহমান জিহাদ বিজিবির চাকরী করতেন। চাকরীর বয়সও বেশি দিন হয়নি। চাকিরির ট্রেনিং পিরিয়ডে কষ্ট হওয়ায় জিহাদ চাকরী ছেড়ে বাড়ি চলে আসে। তার মৃত্যুতে পরিবারসহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঝিনাইদহ সদর থানর ওসি আসাদুজ্জামান জানান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি নাইমুর রহমান জিহাদ ও নাঈম নামে দুই যুবকের মৃত্যুর তথ্য জানতে পেরেছেন। তাদের বাড়ি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোতাহাটী ও বাজারগোপালপুর গ্রামে।

হরিণাকুণ্ডুতে বটগাছের ডালে ব্যতিক্রমী রেস্টুরেন্ট

শান্ত সবুজে ঘেরা পরিবেশ, পাশে নিঃশব্দে বয়ে চলা পানির ধারা আর মাথার ওপরে খোলা আকাশ। প্রকৃতির এমন অপূর্ব মঞ্চেই গড়ে উঠেছে এক অনন্য রেস্টুরেন্ট। যেখানে মাটিতে নয়, বরং গাছের ডালে বসেই উপভোগ করা যায় চা, কফি ও পছন্দের নানা খাবার।

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার চারাতলা বাজার সংলগ্ন ঘোড়দহ গ্রামে বিশাল এক বটগাছের ওপর কাঠের মাচা তৈরি করে গড়ে তোলা হয়েছে এই ব্যতিক্রমী ‘বৃক্ষ বিলাস ক্যাফে এন্ড রেস্টুরেন্ট’। বাস্তবতার মাঝেই যেন স্বপ্নের মতো এক পরিবেশ, যেখানে বসলে শহরের কোলাহল ভুলে প্রকৃতির সান্নিধ্যে ডুবে যাওয়া যায় সহজেই।

এই ভিন্নধর্মী উদ্যোগ নিয়েছেন গ্রামের দুই কলেজপড়ুয়া তরুণ কনক হোসেন ও আবির হাসান। তাদের এই সৃজনশীল চিন্তা ইতোমধ্যেই কৌতূহলী দর্শনার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিনই দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ভিড় করছেন নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে।

সেখানে ঘুরে দেখা যায়, রেস্টুরেন্টে উঠতে হলে গাছের গায়ে লাগানো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় ওপরে। কাঠ দিয়ে তৈরি মাচায় বসে চারপাশের সবুজ প্রকৃতি উপভোগ করা যায়। কোকিলের ডা

ঝিনাইদহে কাল্বের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড’র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে শহরের কুটুম কমিউনিটি সেন্টারে সংগঠনটির ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনটির সদর উপজেলা শাখার চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে সেক্রেটারী খুরশিদ মোহাম্মদ সালেহ’র সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. মুন্সী কামাল আজাদ পান্নু।

প্রধান আলোচক ছিলেন কাল্ব’র ট্রেজারার নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি ছিলেন কাল্ব’র ‘গ’ অঞ্চলের ডিরেক্টর অধ্যক্ষ শেখ সহিদুল ইসলাম, মাগুরা-নড়াইল-ঝিনাইদহ জেলার শাখা ব্যবস্থাপক শাহাজুল হক।

এ সভায় সদর উপজেলার দুই শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী অংশ নেন। সভায় বিগত বছরের আয়-ব্যয় ও হিসাব-নিকাশ উপস্থাপন করা হয়। পাশাপাশি সংগঠনের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও সদস্যদের কল্যাণে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ঝিনাইদহে গণতন্ত্রে সাংবাদিকদের ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে গণতন্ত্রে সাংবাদিকদের ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৭ মে) ওয়েলফেয়ার এফোটস (উই) এর আয়োজনে এই সভা

অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেণ মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী প্রধান এ্যাড. সাইদুর রহমান। এছাড়া এমএসএফ এর ইম্পাওয়ার প্রকল্পের সমন্বয়কারী নাজনিন শবনম, জেলা সমন্বয়কারী ও ওয়েলফেয়ার এফোটস এর নির্বাহী পরিচালক শরিফা খাতুন উপাস্থত ছিলেন।

এসময় সিনিয়র সাংবাদিক ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপু, জেলা রিপোর্টাস ইউনিটের সভাপতি এম এ কবির, সাধারণ সম্পাদক মাজেদ রেজা বাধন, প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারন সম্পাদক ফয়সাল আহম্মেদ, জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ নাসিম আনসারি, সহ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন, সাংবাদিক সোহাগ আলী, শাহাজাহান নাবিন, কামরুজ্জামন লিটন, ময়না খাতুন, জাফর উদ্দীন রাজু বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও আলোচনায় ঝিনাইদহের ত্রিশ জন সংবাদ কর্মী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মতবিনিময় শেষে সাংবাদিক মোঃ রাজিব হাসান কে আহবায়ক ও মোঃ শাহানুর আলমকে সদস্য সচিব এবং উপস্থিত সকলকে সদস্য করে মানবাধিকার জার্নালিস্ট নেটওয়ার্ক গঠিত হয়।